প্রথম আলো

তারিখ 25 AUG 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৮৪ ঘণ্টা পর মুক্ত উপাচার্য আন্দোলন স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

৮৪ ঘণ্টা পর গতকাল শনিবার রাতে মুক্ত হলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার হোসেন। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গত বুধবার দুপুর ১২টা থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অবরোধের মুখে তিনি নিজ কার্যালয়ে অবরুদ্ধ ছিলেন।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত রাজধানীর মিন্টো রোডে শিক্ষামন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। পরে রাত ১২টার দিকে ক্যাম্পাসে গিয়ে শিক্ষকেরা সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন। এর পরই উপাচার্য আনোয়ার হোসেন মুক্ত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত ওই সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের সদস্যসচিব মুহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হওয়ায় আন্দোলন ও কর্মসূচি স্থগিত করেছি। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে শিক্ষামন্ত্রী একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ওই কমিটি প্রতিবেদন দেবে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য যে পদক্ষেপ নেবেন, তা আমরা মেনে নেব। কিন্তু উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের প্রমাণ পেলে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা না নিলে আমরা আবার আন্দোলনে ফিরে যাব।' এ সময় শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

● নিবন্ধ : অবরুদ্ধ শিক্ষাঙ্গন ও অবরুদ্ধ দেশ : পৃষ্ঠা-১০

৮৪ ঘণ্টা পর মুক্ত উপাচার্য আন্দোলন স্থগিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুহম্মদ হানিফ আলীসহ আন্দোলনরত অন্য শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

অবরোধমুক্ত হয়ে উপাচার্য আনোয়ার সাংবাদিকদের বলেন, আশা করি শিক্ষকেরা ক্লাসে ফিরে যাবেন। শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে যে উদ্যোগটি নেওয়া হলো তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে। রাত একটার দিকে উপাচার্য নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক : শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক মুহম্মদ হানিফ আলীর নেতৃত্বে ১৭ জন শিক্ষকের একটি প্রতিনিধিদল যোগ দেয়। বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আলোচনায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা বেশ কিছু অভিযোগ করেছেন। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে করা রিট প্রত্যাহারেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বৈঠকের পর রাত ১০টায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের জানান, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে।

উপাচার্যের পদত্যাগ, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, শিক্ষকদের ওপর হামলা ও লাঞ্ছনার বিচার না হওয়াসহ ১২ দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ আন্দোলন করে আসছিল। অবরোধ, অবস্থান কর্মসূচি ও ধর্মঘটের ফলে দীর্ঘ চার মাসেরও বেশি সময় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন : গতকাল দুপুর ১২টার দিকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে মিছিল করে। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ভবন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাস ঘুরে নতুন কলাভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মৈত্রী বর্মণ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। এই অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতি ও আচার্য আবদুল হামিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বেলা দুইটার দিকে একই দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে একটি মৌন মিছিল বের হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে। ক্যাম্পাস ঘুরে মিছিলটি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। ছাত্রলীগ সরাসরি এই আন্দোলনে অংশ না নিলেও সংগঠনের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জানিয়েছেন, ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনে তাঁদের সমর্থন রয়েছে।

ধর্মঘট পরিস্থিতি : উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ডাকা তিন দিনের ধর্মঘট কর্মসূচির গতকাল ছিল প্রথম দিন। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, বিভিন্ন অনুষদে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ কম ছিল। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। তবে জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, ইংরেজি, প্রত্নতত্ত্ব, আইন ও বিচার বিভাগের কোনো কোনো বর্ষে দু-একটি ক্লাস এবং পূর্বঘোষিত পরীক্ষাগুলো হয়েছে।

১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি : গতকাল ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি যৌথ বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অশান্ত পরিবেশের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষকদের একাংশের কর্মসূচির কারণে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারীরা শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে বাধা দিচ্ছেন এবং নির্বাচিত উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবি থাকলে সেটি সমাধানের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনিসুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, কামাল লোহানী, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সেলিনা হোসেন, রশিদ-ই-মাহবুব, মোয়াজ্জেম হোসেন, এম এম আকাশ ও আবু মুহাম্মদ।